একক ২ ❐ অসমর্থদের শিক্ষাবিষয়ক ব্যবহার এবং কর্মসূচী পরিকল্পনা (Educational Implications of Disabilities and Programme Planning)

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্যসমূহ

২.৩ ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষামূলক কর্মসূচী বা পরিকল্পনা

২.৩.১ ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা-কর্মসূচীর প্রধান উপাদান

২.৪ শিক্ষামূলক ব্যবহার

২.৪.১ দৃষ্টি জনিত অক্ষমতা

২.৪.২ মানসিক প্রতিবন্ধকতা

২.৪.৩ শ্রবণ অক্ষমতা

২.৪.৪ চলন সংক্রান্ত অক্ষমতা

২.৪.৫ শিখন অক্ষমতা

২.৪.৬ এ. ডি. ডি. / এ. ডি. এইচ. ডি.

২.৫ এককের সারাংশ

২.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.৭ বাড়ির কাজ

২.৮ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.৮.১ আলোচনার সূত্রাবলী

২.৮.২ বিশ্লেষণের সূত্রাবলী

২.৯ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

পাঠক্রম রচনা দ্বি-স্তরীয় পদ্ধতি। প্রথম স্তরে, পাঠক্রম শিক্ষার্থীর প্রয়োজন এবং বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটাই সমস্ত বিশেষ শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তি এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা (individualised education Program IEP) বলে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। এটা একটা পরিচালনা পদ্ধতি বলে মনে করা যেতে পারে যেটা ছাত্রকে নিপুণতম এবং ফলপ্রদ বা কার্যকরী শিক্ষা দিতে পারে।

যে সব শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের ধাপে ধাপে বিকাশের নীতির উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তু আয়ত্ব করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদের কৌশলগত শিক্ষা দিয়ে বিষয়বস্তু শিখতে এবং নিজ জ্ঞান প্রদর্শন করে তাদের সমর্থ করে তোলা হয়।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই কোর্স ইউনিট পড়ার পর শিক্ষার্থী হিসাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ উপলব্ধি করা যাবে।

ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনার ধারণা উপলব্ধি।

ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান উপাদানগুলি জানা।

শিখন অক্ষমতা, ADD/ADHD ; মানসিক প্রতিবন্ধকতা, শ্রবণে প্রতিবন্ধকতা, দৃষ্টিশক্তি প্রতিবন্ধকতা এবং দৈহিক প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা এবং তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

২.৩ ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা (Individualised Educational Plan)

IEP এর অন্তর্ভুক্ত (A) শিশুর শিক্ষাগত কৃতিত্বের বর্তমান স্তরের বর্ণনা, (B) বাৎসরিক লক্ষ্য এবং স্বল্প সময়কালে শিক্ষার উদ্দেশ্য, (C) এই ধরনের শিশুদের যেসব বিশেষ শিক্ষা পরিসেবা দেওয়া হবে তার বর্ণনা, (D) পরিসেবা আরম্ভ করার দিন এবং তার প্রত্যাশিত সময় কাল, (E) সঠিক উদ্দেশ্য এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য লাভ করা হয়েছে কিনা তা নির্দ্ধারণের জন্য নির্ঘণ্ট।

পাঠক্রম রচনার জন্য উপরোক্ত ৫টি প্রধান উপাদান। (১) শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মূল্যায়ন (২) এই প্রয়োজন পূরণের জন্য পাঠক্রমের প্রধান দিকগুলির বিকাশ, (৩) ছাত্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা পদ্ধতি এবং শিক্ষাদানের পরিবেশ চিহ্নিতকরণ, (৪) পরিকল্পনার বন্দোবস্ত ও পরিচালনা এবং time-line Components এবং (৫) পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উন্নতি (Cartwright et al., 1989, price & Goodman, 1980).

২.৩.১ IEP -এর প্রধান উপাদান (Components of IEP)

মূল্যায়ন হল সমগ্র পদ্ধতি ভিত্তি। শিশুর দুর্বলতা ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গোটা শিক্ষা পরিকল্পনা এবং IEP র বিকাশ ঘটানো হয়। IEP এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত নির্দেশ অনুসারে উন্নত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিক্ষালয়ে প্রবেশ করার সময়কার আচরণগত তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। IEP-এর মূল্যায়ন ছাত্রের সাধারণ কৃতিত্বের স্তর বর্ণনা করে। কিন্তু শিক্ষাদানের পরিকল্পনা পদ্ধতি চলতে থাকে এবং এক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রথমটি অপেক্ষা সুনির্দিষ্ট এবং ব্যাপক।

দ্বিতীয় উপাদান পাঠক্রম মনোনয়ন। সাধারণভাবে বাৎসরিক লক্ষ্য এবং স্বল্পসময়কালে শিক্ষার উদ্দেশ্যলাভ বলে পরিচিত। মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে উদ্দেশ্য সমূহ আচরণের অর্থে নির্ণীত হয় এবং পাঠক্রমের লক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। তৃতীয় উপাদান—শিক্ষার্থী কি সহায়তা বা পরিসেবার প্রয়োজন বোধ করে তা চিহ্নিতকরণ। প্রধান উদ্দেশ্য হোল IEP এবং শিক্ষাদান পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ছাত্রের প্রগতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা।

IEP-এর চতুর্থ প্রধান ক্ষেত্র পরিকল্পনা বন্দোবস্ত করা এবং পরিচালনা করা। পরিকল্পনার প্রত্যাশিত সময় কালের মধ্যে সামগ্রিকভাবে সমস্ত কিছুকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে এবং লক্ষ্যের পুনর্মূল্যায়নের জন্য নির্ঘণ্ট নির্দ্দেশ দেয়।

শেষ উপাদানটি পরিকল্পনা এর দায়িত্ব মূল্যায়ন করে এবং ছাত্রছাত্রীর আচরণের মূল্যায়নের পদ্ধতি বিষয়ে উপদেশ দেয়।

২.৪ প্রতিবন্ধকতার শিক্ষাবিষয়ক প্রয়োগ/ব্যবহার (Educational Implication of Disabilities)

২.৪.১ দৃষ্টিগত অক্ষমতা (Visual Impairement)

পাঠক্রম হল শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, ল্যাবেরেটরি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ছাত্রের অভিজ্ঞতার সমষ্টি। দৃষ্টিমান শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রমের প্রধান অংশ বাদ না দিয়েই দৃষ্টিগত অক্ষমদের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা উচিত। পাঠক্রমের প্রেক্ষাপটে দৃষ্টিহীনতাজনিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সঠিক কার্যসম্পাদনের জন্য একাধিক নিপুণতা অর্জন করা উচিত।

এই নিপুণতা সমূহের নাম 'Plus Curriculum activities, তার লক্ষ্য দৃষ্টিশক্তি অক্ষম শিশুদের দেহ ও মনের উন্নতিসাধন।

Body Image : দৈহিক ধারণা (Lydon and Megraw (1982) দৈহিক ধারণাকে দেহের বিভিন্ন অংশের জ্ঞান, প্রত্যেকের কাজ, স্থানের পরিবেশে তাদের সম্পর্ক। দেহের ধারণা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক আচরণের পরিবর্ত্তন এবং চলাচলের জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যক।

Tactual Discrimination : গঠনমূলক পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা Braille পঠনে সাহায্য করবে।

Auditory Discrimination : কার্যকরীভাবে চলাচলে নিপুণতার জন্য শব্দের ভালভাবে পার্থক্যকরণ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়।

Verbalism শব্দের প্রতি মনোযোগ ঃ যে সব শিশু দেখতে পায় না তাদের কাছে কথা বলার সময় ঠিকমত অঙ্গভঙ্গী ব্যবহার করা, শব্দের উপর ঠিকমত জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

Mannerism : যথাযথ শিষ্টাচার গড়ে তুলতে পারলে দৃষ্টিহীনতাজনিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সমাজে সমন্বিত করা যায়। তাদের অবাঞ্ছিত আচরণ সময়মত হস্তক্ষেপের ফলে ও বিকল্প কার্যাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

Arithmetic : Abacus or Taylor Frame নামে বিশেষ যন্ত্রের ব্যবহার করার নিপুণতা দৃষ্টিশক্তি অক্ষম শিশুদের নিকট প্রত্যাশা করা যায়।

Daily Living Skills : এটা দৈনন্দিনজীবন যাপনের দক্ষতা নামে পরিচিত এবং শিশুর আত্মনির্ভরতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া, আঙ্গুলের নিপুণ ব্যবহার, পথ প্রদর্শন বা উপদেশ (guidance), পরামর্শ, সৃষ্টিমূলক শিল্প, বিশেষায়ন প্রভৃতিকে Plus Curriculam activities-এর প্রধান উপাদান বলে মনে করা হয়।

Plus Curriculum activities — দৃষ্টি শক্তি অক্ষম শিশুদের দেহ মনের উন্নতিসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য।

Body images, Tactual Discrimination, Verbalism, Auditory Discrimination, Mannerism, Arithmatic, Daily living Skills.

দৃষ্টিশক্তি প্রতিবন্ধী ছাত্রেরা নিম্নলিখিত শ্রবণসহায়কগুলির উপর নির্ভর করতে পারে ঃ

- **সংবাদ বা তথ্য (Information)**
- লেখানো ও পড়ানোর সময় ধীর গতির মাধ্যমে শেখানোর গতিকে চালু রাখা যেতে পারে।
- পরিবেশে তাদের চলন সীমাবদ্ধ হতে পারে। সেজন্য তাদের বসার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে তারা সহজে বসার জায়গা খুঁজে পেতে পারে। এই ব্যবস্থা যেন তাদের চলাফেরাকে সীমাবদ্ধ না করে।
- কম দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন শিশুদের বসার স্থান এমন হবে যাতে তারা সহজে ভালভাবে দেখতে পায় এবং যারা অন্ধ তারা যেন ভালভাবে শুনতে পায়।
- কোন ধারণার প্রধান গুণাবলীকে জোর দিয়ে বলা।
- সাহায্যকারী বস্তুর উপর হাত রেখে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সঙ্গে পর্যাপ্ত মৌখিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষাদান।
- কোন অধ্যায়ের (Chapter) প্রধান বিষয় বড় বড় অক্ষরে, এবং উজ্জ্বল রঙে শিক্ষক লিখবেন এবং কম দৃষ্টিশক্তিযুক্ত শিশুদের সরবরাহ করবেন।
- যতদূর সম্ভব প্রেক্ষাপটের দৃশ্যাবলী ছাত্রকে অন্যমনস্ক করতে না পারে তার সম্ভাবনা কমানো।
- পরীক্ষার জন্য মৌখিক উত্তরের অনুমতিদান।

- বিশেষভাবে সাহায্য দেওয়া যেমন শিশুদের Braille শিক্ষা, Lipreading ইত্যাদি।
- যতটা বেশী সম্ভব ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস।

যথাসম্ভব মনোযোগ বিচ্ছিন্নকারী উজ্জ্বল আলো কমানো এবং দৃষ্টিশক্তি যাতে অন্য দিকে না যায় তার ব্যবস্থা। শ্রেণীকক্ষগুলিতে যেন গোলমাল না থাকে। আংশিক খোলা Cabinet, Storage বা শ্রেণীকক্ষের দরজা রাখা চলবে না। দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ বা খোলা থাকাই নিরাপদ। শিক্ষাদানের সময় এবং শ্রেণীকক্ষের গঠন ও বস্তুর উল্লেখের ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের শ্রবণ সম্বন্ধীয় ইঙ্গিত ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভরশীল জিনিস উপস্থাপিত করার সময় লিখিত তথ্য জোরে বলতে হবে, ছবির বিবরণ দিতে হবে এবং ভিডিও টেপ movies -এর মাধ্যমে non verbal sequence-এর বর্ণনা দিতে হবে। সম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার করে অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় বলতে হবে। অপ্রয়োজনীয় শব্দ কমিয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করতে হবে। শিক্ষাদানের বস্তুগুলি একই স্থানে রাখতে হবে যাতে ছাত্রেরা সেগুলো সহজে পেতে পারে।

ছাত্র এবং বক্তার মধ্যে দূরত্ব হ্রাস, কম শব্দ, লিখিত সংবাদ কথায় প্রকাশ, ছবির বর্ণনা, সম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার।

২.৪.২ মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mental Retardation) :

মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শিখতে ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে। শিখন অসমর্থ বা মূক শিশুদের যে পদ্ধতি বা কৌশলে দক্ষতা এবং ভাবের আদান প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেইরূপ মানসিক প্রতিবন্ধীদের, শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তারা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে শিক্ষার জন্যও বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে। শিখন কার্যের জন্য তাদের নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতেও তাদের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কারণ শিখতে তাদের বেশী সময় প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে বিকল্প শিক্ষাদানের উপস্থাপন এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টিদান।

স্বাধীনভাবে অনুশীলনের পূর্বে সক্রিয়ভাবে উপলব্ধিকে প্রদর্শন করার সুযোগ দেওয়া। শ্রেণীর অন্যান্যদের তুলনায় বেশী অনুশীলনের সুযোগ দান করা। নতুন বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় সঠিক ও মূর্ত্ত উদাহরণ দেওয়া।

শ্রেণীর অন্যান্যদের অপেক্ষা মানসিক প্রতিবন্ধীদের বেশী করে সংশোধনমূলক ও সহায়তা মূলক সাড়া দান।

শিখন সমস্যার ক্ষতি পূরণের জন্য পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ফলাফল যাচাই।

শ্রেণীর বন্ধুদের প্রগতির এবং কার্যের মূল্যায়ন অপেক্ষা এ ধরনের শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন সংখ্যায় বেশী বার করতে হবে।

শিখন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য বারংবার নির্দেশদান।

জটিল বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা দরকার।

স্বাভাবিক প্রয়োজনের চেয়ে সংখ্যায় বেশী বার শিক্ষাদান।

বিকল্প নির্দেশদান উপস্থাপনা

অনুশীলনের বেশী সুযোগ

মূর্ত্ত দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ

কাজে সহায়তা মূলক ও সংশোধনমূলক পুনরাবৃত্তি

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

শিক্ষার সঙ্গতিবিধান

ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা ও শিক্ষাদানের পুনরাবৃত্তি

শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাদের কাজ এড়িয়ে যাওয়া কমাতে শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা (Check) নেবেন। কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য কাজের ফল অপেক্ষা কাজের পদ্ধতিকে বেশী পুরস্কৃত করা। মৌখিক ও লিখিত নির্দ্দেশ এবং সামাজিক কাজকর্ম অনুসরণ করার জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন সেই দক্ষতা বুঝতে ও উন্নতি করতে তারা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা-নির্দেশের প্রয়োজন বোধ করে। বাস্তব জীবনে কার্যে যে দক্ষতা ও ধারণার প্রয়োজন তার উপর বেশী গুরুত্বদান করা উচিত। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় শব্দ ভাণ্ডারকেই লেখায় ব্যবহার করা শেখাতে হবে। বাস্তব বস্তু এবং অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা উচিত কোন ধারণা (Concept) সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে। ধীরে ধীরে বিষয় বস্তু শিক্ষা দিতে হবে এবং তার পরীক্ষা মাঝে মাঝেই নিতে হবে। শিক্ষাদানের পুনরাবৃত্তি এবং কোন কাজ (Task) আয়ত্ত্ব না হওয়া পর্যন্ত অনুশীলন প্রয়োজন। প্রত্যেক পাঠ্যের জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি এবং পূর্ব পাঠ হতে প্রয়োজনীয় দক্ষতার ধারণা (Concept) দিতে হবে। এটি শিক্ষকের সাহায্যে করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগ দিতে হবে যাতে সামাজিক নিঃসঙ্গতা কমে।

সামান্য মানসিক প্রতিবন্ধীরা শ্রেণীর স্বাভাবিক বন্ধুদের দেখে অনুসরণ করতে পারে অথবা কর্ম সম্পাদন স্তর বাড়াতে পারে। অনেক সময় তাদের ভাবের আদান-প্রদান ক্ষমতার অভাব দলের গ্রহণযোগ্যতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যাদের মানসিক প্রতিবন্ধকতা মাঝারি প্রকৃতির তাদের মধ্যে সামাজিক আচরণের সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়।

২.৪.৩ শ্রবণ অক্ষমতা (Hearing Impairment)

যে সমস্ত ছাত্র শ্রবণ অক্ষম তাদের পক্ষে (accommodate) উপযোগী সকল পদ্ধতি (adaptation) সম্বন্ধে শিক্ষকদের সচেতন হওয়া উচিত।

যোগাযোগ বা ভাবের আদান প্রদান (Communication)

শ্রবণ অক্ষমতা প্রধানত ভাবনার আদানপ্রদানের সমস্যা (Champie 1986)। শ্রবণ অক্ষমতার পরিমাণ ও ধরন ভাবনার আদান-প্রদানের ক্ষমতাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে সমস্ত লোকের শ্রবণ অক্ষমতা বেশী আছে তাদের জন্য নানা প্রকার ভাববিনিময় পদ্ধতি আছে। পদ্ধতিগুলি মৌখিক, শারীরিক (manual) এবং সামগ্রিক (Total Communication)।

ভাববিনিময় মৌখিক পদ্ধতিতে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্রকে বোঝানোর জন্য প্রয়োজন অবশিষ্ট শ্রবণশক্তির যন্ত্রের ব্যবহার এবং Speech reading অর্থাৎ মুখ ও ঠোঁট লক্ষ্য করে অন্য ব্যক্তিকে বোঝার। শিক্ষাদানে আত্ম-প্রকাশের জন্য সে সব ছাত্র মৌখিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে যাদের বাক্‌শক্তি রয়েছে।

মৌখিক ভাববিনিময় শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে যারা কথা বলার জন্য হস্তপ্রণালী ব্যবহার করতে পারে না তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে সমর্থ করে। আঙ্গুলের দ্বারা বানান (finger spelling) ও প্রতীকী ভাষা (Signlauguage) ভাবের আদানপ্রদানের শারীরিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। Finger Spelling-এ প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটা করে গতি (movement) আছে। শব্দের বানান বিভিন্ন অক্ষরের জন্য গতি সঞ্চারের মধ্য দিয়ে হয়। সামগ্রিক কথাবার্তা পদ্ধতি ঈসারার উপস্থাপন (আঙ্গুলের দ্বারা বানান সহ) এবং কথা (অবশিষ্ট শ্রবণ শক্তি দিয়ে শোনা ও মুখ ও ঠোঁটের ভাব দেখে কথা উপলব্ধি করা) এই মতবাদ নির্দেশ করে। মৌখিক এবং হস্ত প্রণালীর দ্বারা শিক্ষা পারস্পরিক ব্যাপার।

গবেষণার দ্বারা দেখা গেছে কোন একটা পদ্ধতি বা পদ্ধতিসমষ্টি ব্যক্তিগতভাবে শিশুর চাহিদা মেটাতে পারে না। ভাষার মৌখিক পদ্ধতির দ্বারা শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্র শ্রেণীর বন্ধুদের বুঝতে পারে এবং বন্ধুরাও তাকে বুঝতে পারে এবং এইভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্রকে শ্রেণীর মূলস্রোতের সঙ্গে থাকতে সহজসাধ্য করে।

অন্যান্য শিক্ষাদান কৌশলগুলি হল সাহায্যকারী শ্রুতিকৌশল, Cued Speech এবং telecommunication কৌশল cued Speech (ইঙ্গিতের মধ্যে কথা) এ শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের দৃশ্য ইঙ্গিত ব্যবহার করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে এক বক্তা যা বলা হচ্ছে তাকে ঈঙ্গিত দ্বারা ব্যাখ্যা করে।

ভাবের আদানপ্রদান ঃ মৌখিক পদ্ধতি—ক্রমবর্ধমান শ্রবণক্ষমতা, শোনার যন্ত্র, এবং ওষ্ঠ পাঠের সম্মিলিত ব্যবহারই হল মৌখিক ব্যবহার।
শারীরিক পদ্ধতি ঃ অঙ্গুলি সঞ্চালনের দ্বারা বানান এবং প্রতীকী ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত।
সামগ্রিক পদ্ধতি ঃ ইঙ্গিত ও কথার একই সঙ্গে ব্যবহার।

বিদ্যালয়গত/প্রতিষ্ঠানগত কৃতিত্ব বা ফলাফল (Academic Achievement)

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাত্রের মধ্যে ভাষা সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা আনে। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্রেরা লেখা ও পড়াতে অসুবিধার জন্য ঝুঁকির মধ্যে থাকে যেহেতু শ্রবণশক্তির ক্ষতি তাদের শব্দ এবং অক্ষরের সামঞ্জস্যের নির্ভুল উপস্থাপনের ক্ষমতাকে ব্যাহত করে (wray, Harlett,& Flexer, 1988)। ধারণার সীমাবদ্ধতার জন্য অন্যের ভাষার ব্যাখ্যা করার সমস্যা থাকতে পারে এবং মৌখিক ভাবে ও লেখার মধ্যে নিজেকে প্রকাশের অসুবিধা থাকে (degler, & Risko, 1979).

শ্রবণ অক্ষম ছাত্রদের লেখার দক্ষতা শেখানোর জন্য একটা পদ্ধতি হল শ্রবণযন্ত্র, Frequency modulation auditory training units মাধ্যমে চরম আকারে শোনা। ছাত্রদের তাকানোর পূর্বেই শুনতে

উৎসাহিত করতে হবে। লেখার কাজ চারটি স্তরে গঠিত—(১) প্রাক্‌লেখন পর্ব (২) লেখা, (৩) পুনর্বার দেখে সংশোধন এবং লেখা, (৪) শেষ খসড়া।

শিক্ষাদানের কৌশল—খুব বেশী শোনার ব্যবস্থা করা, Modulation Auditory Training unit ব্যবহার করে, ৪টি লেখার স্তর ঃ Prewriting, Drafting, editing and final drafting.

Social Integration

কতকগুলি গবেষণার মধ্যে দেখা যায়, শ্রবণ অক্ষম শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সময় তারা পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে বেশী উদ্যোগী হয়। ভাষার গঠনের সময়কালে এরূপ হয় না। সমাজে শিক্ষার্থীদের সমন্বয় সাধনের পরিকল্পনা করা উচিত। এবং এই ছাত্রেরা যাতে শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন ছাত্রবন্ধুদের সংস্পর্শে আসার জন্য উদ্যোগী হয় তার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের ভাষার বৃদ্ধি ও উন্নতি কঠিন। তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষার কৌশল হিসাবে Visual Stimuli তে বেশী মনোযোগ দেয়। উপযুক্ত বসার স্থান এবং যথেষ্ট দৃষ্টি সম্বন্ধীয় ইঙ্গিতের ব্যবস্থা থাকবে। যেখানে বসে তারা ভালভাবে দেখতে ও শুনতে পায় সেখানে বসাতে হবে। যতটা সম্ভব ছাত্র ও বক্তার মধ্যে দূরত্ব কমাতে হবে। ধীরে ধীরে এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে। খুব জোরে কথা বলা নয়। কেন্দ্রস্থলে তাকে বসাতে হবে এবং মনোযোগ বিচ্ছিন্নকারী শব্দ হতে দূরে রাখতে হবে। মুখোমুখী কথাবার্তা হওয়া উচিত। কথাবার্তার সময় সম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার অতিরিক্ত বিষয়বস্তু দেবে। প্রতিকাজের জন্য দেখা যায় এমন ইঙ্গিতের উপস্থাপন করতে হবে। কোন নতুন অধ্যায় আরম্ভ করার পূর্বে শব্দ তালিকা এবং তাদের ছবি শিশুদের দিতে হবে যাতে তারা শ্রেণীতে বুঝতে পারে। আবেগময় ধারণা এবং কঠিন Phrase শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক বিষয়টি অভিনয় করে দেখাতে পারেন। যেমন একটা শিশু কাঁদছে, একটা শিশু খুশী ইত্যাদি। শিক্ষাদানের পূর্বে শ্রবণ যন্ত্র যাতে চালু থাকে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। শ্রবণ অক্ষম শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে। কথাবলার সময় ছাত্রছাত্রীর সামনে মুখ রাখতে হবে। সম্ভব হলে, ব্লাকবোর্ডের পরিবর্তে O.H.P. ব্যবহার করতে হবে। বাড়ীতে অনুসরণের জন্য বক্তৃতা শিক্ষার্থীদের জন্য টেপ করা যেতে পারে। স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং সামাজিক দক্ষতার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

দূরত্ব হ্রাস, ধীরে কথা বলা এবং স্পষ্ট উচ্চারণের উপর গুরুত্ব, মুখোমুখী সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনভাবে কাজে উৎসাহ এবং সামাজিক দক্ষতা শিক্ষাদান।

২.৪.৪ চলনে অক্ষম (Locomotor impairment)

অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন (Orthopaedically handicapped) শিশুদের শিক্ষা পরিকল্পনার প্রাথমিক প্রয়োজন অন্যান্য শিশুদের মতই। অক্ষমতার জন্য তাদের কিছু প্রয়োজনের মাত্রা ও গুরুত্ব

স্বাভাবিকদের অপেক্ষা আলাদা। তাদের অতিরিক্ত প্রয়োজন বা চাহিদা থাকে এবং সেইজন্যই তারা আলাদা পরিকল্পনা বা কার্যসূচীর প্রয়োজন বোধ করে।

চলনে অক্ষম শিশুদের শিক্ষা দিতে বৌদ্ধিক বিকাশ, শিক্ষামূলক সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সামগ্রিক সঙ্গতিবিধান সহজসাধ্য করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইসব শিশুদের আত্মনির্ভরতা, উদ্যোগী, পছন্দ করার ক্ষমতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। চলার (mobility) এবং চলার কাজে সাহায্যের (assistance) জন্যে তাদের পরিকল্পনা আগেই করা উচিত। দেহের বিভিন্ন অংশ কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়া উচিত। আত্ম ধারণা গড়ে তুলতে অন্য স্বাভাবিক বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে সমর্থ হতে শিক্ষককে তাদের সাহায্য করতে হবে। শিক্ষক গান, নাটক, কবিতা এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ ছাড়াই সৃষ্টিমূলক কাজে সাহায্য করবেন। এবং তারা নিজের উন্নতির জন্য সুযোগ দিতে হবে। কাজের জিনিস পত্র সহজলভ্য হতে হবে এবং প্রয়োজনে খাপখাইয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসা ও শারীরিক প্রয়োজনের জন্য ব্যবস্থা করতে (গৃহ) কাজের assignments-এর ধরনে পরিবর্ত্তন আনতে হবে। শ্রেণীর সকলকে জরুরী সময়ে করনীয় কর্ত্তব্য শেখাতে হবে।

ব্যক্তিগত অক্ষমতার ধরন ও পরিমাণের তীব্রতার উপর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবিধান (Instructional adaptation) নির্ভর করে। খোলা কাগজে না লিখে note pad-এ লেখার জন্য উৎসাহিত করা শিক্ষকের উচিত। কাগজগুলো ফিতে বা ক্লিপ দিয়ে আটকে দেওয়া উচিত। লেখার পরিশ্রম কমাতে, এককথায় উত্তর বা multiple Choice-এর মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ করা উচিত। লেখার জিনিস এমন হওয়া উচিত যাতে চাপ কম প্রয়াজন হয়। লেখা এবং গণনা করা অপেক্ষা Word Processor, Computer ও Typewriting বেশী উপকারী যে সমস্ত কার্যে লেখার প্রয়োজন হয় সেখানে পড়ার বন্ধুর (study buddies) ব্যবহার করতে হবে। কথাবার্তার সুবিধার জন্যে Electronic Communication Board ব্যবহার করা যেতে পারে। অক্ষম শিশুদের এটা বুঝতে সমর্থ করে তুলতে হবে যে তাদের অক্ষমতা তাদের জীবনের একটা দিক। প্রতিবন্ধী ছাত্রদের সামাজিক কারণেই দলবদ্ধ কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করাতে হবে। যে সমস্ত শিশুর বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন এবং যারা স্বাভাবিক হতে চায় তাদের মধ্যে সমতাবিধান আছে সে সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রয়োজন সম্পর্কে শিক্ষকের সচেতন হওয়া উচিৎ ও সাধ্যমতো তাকে বিস্তৃত করা উচিৎ যাতে শিক্ষার্থী ইতিবাচকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২.৪.৫ শিখন অক্ষমতা (Learning Disability)

শিখন অক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্রদের তাদের বহুবিধ সমস্যার জন্য শিক্ষকের সামনে তারা নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। তাদের পরিচালনা এবং দক্ষতার বিকাশ সাধন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

ছাত্রেরা বিস্তারিত পরিকল্পনা ও পরিচালনার প্রয়োজন বোধ করে। নির্দেশ সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হবে যাতে ছাত্র অত্যন্ত ভারাক্রান্ত না হয়। ছাত্রের কাছ হতে শিক্ষকের প্রত্যাশা খুব সরল ও সুস্পষ্ট হবে এবং সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে। কাজ করার সময় ছাত্র যেন বিভ্রান্তিতে না ভোগে। তার সময়টাকে এমনভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সে তার কাজ সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়।

শিখন অক্ষমদের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষতার বিকাশ

বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা।

কাজ শেষ করার সময়।

বিভ্রান্তি হ্রাস।

সফল প্রয়োগ বিধি এবং শ্রেণীকক্ষের গঠন উপলব্ধি

অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শক্ত কাজের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম জটিল ও সহজসাধ্য কাজ সম্পন্ন পরিকল্পনা করতে হবে। নানাধরনের বিষয় দেওয়া হবে না। কাজ করার জন্য ছাত্রদের সুনির্দিষ্ট জিনিস দেওয়া হবে যাতে তারা কাজে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সময় ব্যয় না করে সহজে কাজটা করতে পারে।

যদি এই হস্তক্ষেপ সফল হয় তবে ছাত্রেরা তাদের পরিবেশ এবং শ্রেণীকক্ষের গঠন ব্যাখ্যা ও বুঝতে আরও ভালভাবে পারবে। দক্ষতা বিকাশ ঃ শিখনে অক্ষম ছাত্রেরা সাধারণত সয- শিক্ষায় উপকৃত হয়। অভাবগ্রস্ত ছাত্রেরা সঠিক শিক্ষা এবং প্রত্যক্ষ উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়। সঠিক শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার এবং প্রত্যক্ষ শিক্ষার পরিকল্পনা, ব্যবহার এবং তার পর্যালোচনা। সঠিক শিক্ষার দুটি প্রধান উপাদান লক্ষ্যকে নিখুঁতভাবে বলা এবং হস্তক্ষেপের ফলাফল মূল্যায়ন করা। প্রত্যক্ষ শিক্ষারও এইরূপ উপাদান আছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একই স্থান আছে (Haring and Schiefel busch ; 1976)।

শিক্ষাদানের রীতি ঃ নিখুঁত ও প্রত্যক্ষশিক্ষা। নিখুঁত ঃ পরিকল্পনা, ব্যবহার এবং শিক্ষাদানের ফলাফল পর্যালোচনার কৌশল নির্দেশ ঃ ছাত্রের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন। স্বল্প সময়ে উদ্দেশ্য। লক্ষ্য নির্দেশিত বস্তু সুস্পষ্ট নির্দেশ / শিক্ষাদান আরও শক্তিশালী করার কৌশল পরিচালনার সফলতা।

(১) শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন ছাত্রের বর্ত্তমান দক্ষতার স্তর প্রতিষ্ঠা / প্রমাণ করে।

(২) শিক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করে ছোট ছোট পর্যায়ের লক্ষ্য স্থির করা হয়।

(৩) চালনা করা এবং আর শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োগ করা হয়।

(৪) সময়সীমার মধ্যে কাজ করার জন্য লক্ষ্য অনুসারে উপকরণ।

(৫) শিক্ষাদান স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে হবে।

(৬) প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করতে ফলপ্রদ হয়।

(৭) দক্ষতা অর্জনের পরিমাণ মূল্যায়নের জন্য ছাত্রের সাফল্য অনবরত মনিটার করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত ছাত্রের শিখনের বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে অন্যান্য পদ্ধতি (approch) গুলি হল Ability Training, Attack Strategy Training.

Ability Training : শিক্ষকেরা দক্ষতার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ (ability training) শুরু করার পূর্বে দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিশেষ শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে। সাধারণত, যেসব শিশুর মধ্যে বিভিন্ন

ক্ষমতার অভাব থাকে তাদের ক্ষেত্রেই এটি করা হয়। শিশুদের দক্ষতার অভাবের ক্ষতি পূরণের জন্য কার্যকরীভাবে বিশেষ শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহার করার নির্দেশ লাভ করতে পারে। যেমন এটি শ্রবণ শক্তি অক্ষম শিশু যার শব্দের পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা কম তাকে সমস্ত ভাষা পদ্ধতি ব্যবহার করার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

Attack Strategy training : এটি এক ধরনের প্রত্যক্ষশিক্ষা। এতে শিক্ষার্থীকে কোন দক্ষতার এবং রীতিবিষয়ে ছোট ছোট ধাপে শিক্ষা দিয়ে সমস্ত ধাপকে একত্রে অনুভব করার শিক্ষা দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য যে সমস্ত সমস্যা তারা সমাধান করেছে ঐরকম সমস্যা সমাধান করতে তারা যেন তাদের অর্জিত কৌশল (strategy) ব্যবহার করতে পারে (Loyd, 1980)।

দক্ষতার শিক্ষণ (Ability training) ঃ ক্ষমতার দিক থেকে পিছিয়ে থাকার ক্ষেত্রকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। পিছিয়ে থাকার জায়গাটাতেই বিশেষ য- নিতে হবে।

Attack Strategy training : প্রত্যক্ষ শিক্ষার একটা রূপ ছোট ছোট পদক্ষেপে দক্ষতা ও নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

পদ্ধতিটি নিম্ন উপায়ে কাজ করে ঃ

(১) পাঠক্রমের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে যে দক্ষতা সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়া হবে তা নির্ণয় করতে হয়।

(২) যে সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে দক্ষতার প্রয়োগ প্রয়োজন হয় তার জন্য কৌশল পরিকল্পনার শিক্ষা দেওয়া।

(৩) কিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং তার শিক্ষা কিভাবে দিতে হবে স্থির করার জন্য পরিকল্পনার পর্যালোচনা।

(৪) পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা দেওয়া এবং কার্য্য সম্পাদনের মূল্যায়ন।

শিখন কৌশল (Learning Strategies) : শিখনের পরিকল্পনা কৌশল, নীতি অথবা নিয়ম হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার ফলে বিভিন্ন অবস্থা এবং পরিবেশের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের এবং ঐ জ্ঞান ব্যবহারের, সমন্বিত করণের এবং ঐ জ্ঞান সঞ্চয় সুবিধা করে দেবে (Alley Deshler 1979) শিখন কৌশলের পাঠক্রমের লক্ষ্য দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেটা ব্যক্তিকে বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ে বাইরের পরিবেশে নতুন সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধান করতে সমর্থ করবে। এই দক্ষতা ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক কোন অবস্থার মোকাবিলা করতে সমর্থ করবে। আবার অন্য অবস্থায় এবং ভবিষ্যতে সাধারণভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ করবে।

গবেষণায় অনেক শিখনের কৌশল বের হয়েছে। নিজেকে পরিচালনা করার কৌশল (Self monitoring technique) : এমন এক কৌশল যাতে ব্যক্তি নিজের আচরণের পর্যবেক্ষণ করে কাজ করবে এবং সে তার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করবে। Clininal Prescriptive teaching, VAKT এবং movegenics খুব কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আত্ম-সংশোধন (Self correction) অন্য আর একটি কৌশল যেটা বিষয় বস্তু শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এখানে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের এইসব কৌশল কি ভাবে শিখতে হয় তার উপর আলোক সম্পাত করে সেটা শেখা প্রয়োজন। গবেষণার ফলে অনেক কৌশলের সৃষ্টি হয়েছে যা শিখনে অক্ষম ছাত্রদের বিদ্যালয়ের পড়াশুনোর সঙ্গে তাল রাখতে সমর্থ করে। শিক্ষাবিষয়ক কৌশল (Instructional Strategy) নিম্নের আটটি কৌশল অর্জনের এবং সাধারণভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা অনেক গবেষক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) ছাত্রের দক্ষতার স্তরের (level) প্রাক পরীক্ষা।

(২) যে কৌশল শিখতে হবে তার বর্ণনা।

(৩) ছাত্রদের জন্য কৌশলের মডেল।

(৪) কৌশলের স্তরগুলো মৌখিকভাবে পুনরাবৃত্তি করা।

(৫) নিয়ন্ত্রিত উপকরণের (materials) মধ্যে অনুশীলন।

(৬) ক্রম অনুসারে উপযুক্ত উপকরণের মধ্যে অনুশীলন।

(৭) পরীক্ষা-উত্তর পর্ব।

(৮) অন্য উপকরণের সাধারণীকরণ এবং পরিবেশে সাধারণভাবে প্রয়োগ।

শিখন কৌশল (learning strategies) :
মূল সমস্যার পর্যবেক্ষণ, সামান্যীকরণ এবং সমাধান করতে দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।
তথ্য অর্জন, পরিচালনা ও প্রকাশ করতে শিক্ষাবিষয়ক কৌশলের ব্যবহরা।
কৌশল ঃ স্মৃতিতে রাখতে সাহায্যকারী পদ্ধতি।

শিক্ষাদানের ক্রম ব্যবহার করে ছাত্রদের জ্ঞান অর্জন, পরিচালনা বা সংগঠিত করার এবং প্রকাশের কৌশল ব্যবহার করতে শেখানো হয়। মনে রাখবার সহায়ক উপকরণ বা যন্ত্রের (aid) সাহায্যে যেগুলো সহজে মনে করা যায় সেভাবে প্রথমে কৌশল ব্যবহার করা হয়। যেমন কোন শব্দের ক্ষেত্রে অক্ষর সূত্রগুলি ছাত্রেরা কৌশলের স্তর হিসেবে স্মরণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিভাবে প্রধান বিষয়ের Paraphrase/ সারসংক্ষেপ করতে হবে। এবং একটা Paragraph-এর বিস্তারিত বিবরণ শেখানোর কৌশল হল R-A-P। Read a paragraph. প্রধান বিষয় কি কি এবং দুটি বিস্তারিত বিষয় নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। প্রধান বিষয়টি এবং দুটি বিস্তারিত বিষয় নিজের শব্দে করে নিতে হবে। একইভাবে ছাত্রদের পড়ে বোঝার ক্ষমতা উন্নতি করতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ক্ষতিপূরণের কৌশল (Compensatory techniques) :

অনেক শিখনে অক্ষম ছাত্রের উপলব্ধি এবং বিদ্যার্জনে অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকেরা ক্ষতিপূরণের কৌশল ব্যবহার করতে পারে ছাত্রদের দুর্বলতা বা অভাবের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করার জন্য বিশেষ করে যখন এই অভাবের ক্ষেত্রের প্রতিকার অসম্ভব বলে মনে হয়। কিংবা যখন তাদের প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয় এবং

ঐ সময়ের মধ্যে অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করার সুযোগ হারাতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেসমস্ত ছাত্রের পড়া বা লেখায় অসুবিধা আছে তাদের লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। কিংবা যে সমস্ত ছাত্রের ক্লাসের বক্তৃতা লিখে নেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে তাদের বক্তৃতার tape দেওয়া যেতে পারে।

ক্ষতিপূরণের কৌশল (Compensatory techniques) :

অন্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষাদানের মাধ্যমে অভাবের ক্ষেত্রটিকে এড়িয়ে যাওয়া এবং ছাত্রকে প্রচেষ্টার সাহায্যে সময় ও প্রচেষ্টা দিয়ে সঠিক ব্যবহার করতে শেখানো।

২.৪.৬ মনোযোগের অভাবে অসঙ্গতি/মনোযোগের অভাবে অতিসক্রিয়তার ফলে অসঙ্গতি (Attention Deficit Disorder / Attention Deficit Hyperactive Disorder) :

যে সমস্ত প্রয়োগ বিধি শিখন অক্ষমতা থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য করা হয় সেগুলোই ADD / ADHD ছাত্রদের জন্য করা হয়। কিছু কৌশল যেমন শিক্ষণ বা যথাযথ আচরণ গঠন, বিভিন্ন শিক্ষাদান কৌশল এবং কাজের শিখনের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি একই এবং শিখনে অক্ষম ছাত্রদের জন্য ব্যবহৃত হয়। মনোযোগের অভাবে অসঙ্গতি/মনোযোগের অভাবে অতি সক্রিয়তার ফলে অসঙ্গতি থাকা শিশুদের জন্য পেশাদাররা উন্নতি ঘটাতে ''Principles of remidiaion'' প্রতিকারের নীতি নির্ধারণ করেছেন তা বর্ণিত হলো (Children with Attention Deficit Disorders 1992).

অমনোযোগ (Inattention)

● কাজের দীর্ঘতা কমাতে হবে। কোন কাজকে ছোট ছোট ভাবে ভাগ করে নিয়ে তার অংশগুলো বিভিন্ন সময়ে সম্পূর্ণ করতে হবে। গাণিতিক সমস্যা বা বানান শেখার কাজ কম দেওয়া হবে।

● মৌখিক নির্দেশ কম দেওয়া হবে। কাজ শেখার ক্ষেত্রে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে না দিয়ে কাজ ভাগ করে করার অভ্যাস করাতে হবে।

● ছাত্রদের যেসব কাজ দেওয়া হবে সেগুলোতে তাদের যেন আগ্রহ থাকে। বেশী এবং কম আগ্রহজনক কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। শিক্ষকের কাছে বসিয়ে দলে কাজ করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। মাথার উপরে Projector এর ব্যবহার হিতকারী হতে পারে।

● পরবর্ত্তী সময়ে দীর্ঘ সময়ের কাজে নতুনত্ব বাড়াতে হবে। মুখস্থ করা বিষয়গুলো ভালভাবে শিখতে খেলার ব্যবহার করতে হবে। খেলার মধ্যেই কাজের ভুলের সংশোধন করতে হবে।

বাড়তি কাজকর্ম (Excessive Activity) :

● কার্যাবলীর পরিমান না কমিয়ে কার্যাবলীকে উপযুক্ত দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

● শ্রেণীকক্ষে নির্দেশিত চলাফেরা উৎসাহিত করতে হবে। বিচ্ছিন্ন বা এলোমেলো ভাবে নয়। বসে কাজে করার সময় বা শেষের দিকে ছাত্রকে দাঁড়াতে দেওয়া যেতে পারে।

ছাত্রকে কাজের মধ্যে যুক্ত করে রাখতে হবে। শিক্ষকের কাজ করে দেবার জন্য তাকে আদেশ দিতে হবে। কার্যাবলীকে পুরস্কারের মত ব্যবহার করতে হবে।

সক্রিয় প্রতিক্রিয়া যেমন কথা বলা, চলা, পরিচালনা করা, কাজ করা, লেখা, ছবি আঁকা, পড়া এবং বিভিন্ন শিক্ষাদান কাজে উৎসাহ দিতে হবে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে উৎসাহিত করতে হবে।

আবেগ প্রবণতা (Impulsivity)

● শ্রেণীতে নোট নেওয়ায় ছাত্রকে উৎসাহদান করতে হবে। এমনকি শুধু শব্দের সূত্র লিখলেও হবে। অপেক্ষারত অবস্থায় তাকে মৌখিক উত্তর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে উত্তর দিতে দেওয়া হবে। শিশুকে পুনরায় শিখতে অথবা নির্দেশগুলোর তলায় দাগ দিতে অথবা প্রাসঙ্গিক কোন সংবাদ রঙিন পেনসিল বা অন্য কিছু দিয়ে চিহ্নিত করতে শেখাতে হবে। অবসর সময়ে হিজিবিজি দাগ কাটতে কিংবা কাদা ইত্যাদি নিয়ে খেলা বা পেপার ক্লিপিং এ উৎসাহ দিতে হবে।

প্রতিকারের নীতি (Principles of remediation for) :

অমনোযোগ

অত্যধিক কার্যকারিতা

আবেগপ্রবণতা

২.৫ এককের সারাংশ (Unit Summary)

● পাঠক্রম রচনা দ্বি-স্তরীয় পদ্ধতি। প্রথম স্তরে পাঠক্রমের রচনা। এটি শিক্ষার্থীর প্রয়াজন ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর। দ্বিতীয় স্তর ব্যক্তিগত প্রয়োজন নির্ভর।

● IEP এর অন্তর্ভুক্ত (A) শিশুর শিক্ষাগত কৃতিত্বের বর্তমান স্তরের বর্ণনা, (B) বাৎসরিক লক্ষ্য এবং স্বল্প সময়কালে শিক্ষার উদ্দেশ্য, (C) এই ধরনের শিশুদের যেসব বিশেষ শিক্ষা পরিসেবা দেওয়া হবে তার বর্ণনা, (D) পরিসেবা আরম্ভ করার দিন এবং তার প্রত্যাশিত সময় কাল, (E) সঠিক উদ্দেশ্য এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য লাভ করা হয়েছে কিনা তা নির্দ্ধারণের জন্য নির্ঘণ্ট।

● শিশুর সক্ষমতা ও দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাদানের উন্নতির পরিকল্পনা এবং IEP-করা।

● IEP এবং শিক্ষাদান পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছাত্রের প্রগতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

● দৃষ্টিগত অক্ষম শিশুদের জন্য Plus Curriculum activities এর লক্ষ্য তাদের দেহ ও মনের উন্নতিসাধন।

● দৈহিক ধারণা, গঠনমূলক পার্থক্য নির্ণয়, শব্দের প্রতি মনোযোগ এবং শব্দের প্রভেদ নির্ণয়, যথাযথ শিষ্টাচার, গণিত, দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য দক্ষতা।

● মানসিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু শিখনের জন্য সাহায্য প্রয়োজন বোধ করে এবং তাদের বন্ধুরা যে সব দক্ষতা শিখনে কোন বিশেষ শিক্ষার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বোধ করে না সে সব দক্ষতা শিখনের জন্য তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

● শিখনের গতি মন্থর বলে তারা বিকল্প শিক্ষাদান উপস্থাপনার প্রয়োজন বোধ করে। অনুশীলনের জন্য বেশী সুযোগ, বাস্তব দৃষ্টান্ত, সহায়তামূলক ও সংশোধনমূলক সাহায্যদান, পরীক্ষার ও মূল্যায়নের পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান এবং ছোট ছোট অংশে শিক্ষাদান ও তার বারংবার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন।

● শ্রবণ অক্ষম শিশুরা অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে, বিদ্যাশিক্ষালাভ করতে এবং সমাজে সামঞ্জস্য বিধান করতে প্রায়শ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

● কথাবার্তা ঃ মৌখিক—অবশিষ্ট থাকা শ্রবণশক্তি, শ্রবণ যন্ত্র, বোঝার জন্য কথার ব্যাখ্যা (reading) আঙ্গুলের দ্বারা কৃত বানান এবং ইঙ্গিতের ভাষা। সামগ্রিক ভাবে ইঙ্গিত ও ভাষার উপস্থাপন।

● শিক্ষাদানের কৌশল ঃ শ্রবণশক্তির সর্বাধিক ব্যবহার, Modulation Auditory Training units ব্যবহার, লেখার চারটি ধাপ ঃ Pre-writing, drafting, editing এবং final drafting.

● চলনে অক্ষম শিশুদের শিক্ষা দিতে বৌদ্ধিক বিকাশ, শিক্ষামূলক সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে খাপ খাইয়ে নেবার শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ।

● এইসব শিশুদের আত্ম-নির্ভরতা বৃদ্ধি, উদ্যোগগ্রহণ এবং পছন্দ ব্যক্ত করার ক্ষমতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। চলাফেরায় কিভাবে সাহায্য দান করা হবে সে বিষয়ে পূর্ব পরিকল্পনা থাকা দরকার।

● শিখন অক্ষমেরা পরিচালনা রীতি বা সংগঠন রীতি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, বিস্তারিত পরিকল্পনা ক্ষমতা এবং নির্দেশনা বিকাশের প্রয়োজন বোধ করে। কাজ করার সময় তাদের বিভ্রান্তি হ্রাস করা প্রয়োজন। পরিবেশ ব্যাখ্যায় সফল নির্দেশ এবং শ্রেণীকক্ষে স্বতঃপ্রণোদনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার।

২.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

(১) চলনে অক্ষম শিশুর জন্য কি কি শিক্ষা ব্যবস্থা আছে?

(২) শিখন অক্ষম শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য কি কি বিশেষ কৌশল (technique) ব্যবহার করা যেতে পারে?

(৩) ADD / ADHD দের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠক্রমের উদ্বেগ কি কি?

(৪) মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাহায্যের জন্য কি কি শিক্ষামূলক ব্যবস্থা আছে?

(৫) মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাহায্যের জন্য কি কি শিক্ষাদানের কৌশল বা পদ্ধতি আছে?

(৬) IEP কি? IEP-র বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি?

২.৭ বাড়ির কাজ (Assignment)

(১) শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তাঁকে প্রশ্ন করতে হবে যে কি কি বিশেষ পদ্ধতি তিনি ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার করেন।

(২) IEP-এর একটা কপি হস্তগত করে অভাবের ক্ষেত্রটি চিহ্নিতকরণ এং শিখনের বিষয়বস্তু সুপারিশ, সাধারণভাবে প্রয়োগ এবং নতুন সমস্যা সমাধান।

(৪) ADD / ADHD শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনটি প্রবন্ধ (article) বের করতে হবে যেগুলো বিশেষ শিক্ষাদানের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করে।

(৪) নিজেকে মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষক ভেবে তিনি কার্যসূচী নির্দেশ করবেন এবং সেটা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও শিখন বৃদ্ধি করবে।

(৫) বোধশক্তির অক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। অন্তত ৫টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্তত দুঘণ্টা কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এই বিভিন্ন পরিবেশে কিভাবে শিক্ষক হয়ে সাহায্য করবেন।

(৬) কিভাবে ইন্দ্রিয়গত অক্ষমতা (sensory disabilities) সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবে তা বুঝতে হবে। নীচের কাজগুলি করার চেষ্টা করতে হবে। এই ধরনের প্রতিবন্ধীরা কিভাবে পৃথিবীকে অনুভব করে তা সরাসরি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

যেমন, চোখ বন্ধ করে শ্রেণী কক্ষে ঘুরতে হবে যেখানে শিক্ষক শিক্ষাদান করতে যাবেন। A নামক বন্ধুর সঙ্গে ইঙ্গিতের সাহায্যে কথা বলতে হবে। দৃষ্টিশক্তি অক্ষম ছাত্রদের শিক্ষকদের অন্ততত্রও দশটি ইঙ্গিত (tips) দিতে হবে।

(৭) নিজেকে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন ছাত্রদের শিক্ষক ভেবে আপনাকে বলতে হবে আপনি ছাত্রদিগকে অধিক সফল হতে কি সাহায্যের সিদ্ধান্ত করবেন। ভাষা এবং ভূগোল শেখাতে আপনি কোন বিশেষ কার্যাবলীর ব্যবহার করে শিক্ষাদান সংশোধন করবেন। (modily)।

২.৮ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion Clarification)

এককটি ভাল ভাবে পড়ার পর কোন বিষয়ের পর আপনি আরও আলোচনা ও ব্যাখ্যা পেতে ইচ্ছা করেন সেগুলো লিখুন।

২.৮.১ আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion)

২.৮.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

২.৯ উৎস (Reference)

Alley, G. & Deshler, D. D. (1979), Teaching The learning disabled adolescent : strategies and methods, Denver, Love.

Cartwright, G. P., Cortwright, C. A. & Word, M. E. (1989) Educating special learners (3rd. ed.), C A : Wadswarth

Champie, J. (1986). Least restrictive environment for the deaf. *The Education Digest,* LII, (3), 43-45.

Children of Attention Deficit Disorder, (1992) *The teacher's challenge,*

The CH. A. D. D. ER Box, 5970, 14-15.

Degler, L. S., & Risko, V.J. 1979). Teaching reading to mainstreamed senscry impaired children. *Reading Teacher,* 32, (8), 921-925.

Lloyd, J. (1980) Academic instruction and cognitive behavior modification : The need for attack strategy training. *Exceptional Education Quarterly,* 1, 53-63.

Lydon, W. T., and Mcgraw, M.L. (1982). *COncept Development for Visually Handicapped Children.* New York : American Foundation for the Blind.

(Wray, D., Hazlett, J., & flexer, C. (1988). Strategies for teaching writing skills to hearing - impaired students. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools,* 19, (2) 182-189.

Yesseldyke, J. E., and Algozzine, B. (1984) *Introduction to special education* (2nd ed.). Boston : Houghton Mif.

Goodland, J. (1997). Curriculum Enquiry the study of curriculum Practices. New York : McGraw Hill.

Oliver, A. (1977), Curriculum Improvement A Guide to Problem, Principles and Pocess, New York : Harper and Row.

BLOCK - 4

CURRICULAR ADAPTATIONS : CURRICULUM PRACTICES AND OTHER BEHAVIOURAL ACTIVITIES

পাঠক্রমের অনুসৃজন : পাঠক্রম চর্চা এবং অন্যান্য আচরণগত কার্যাবলী

২০৩

NOTES